**কৃষি**

- কৃষিখাতে ব্যাপক সফলতা অর্জন। কৃষি-বান্ধব কার্যক্রমের ফলে দেশ খাদ্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- দরিদ্র ও নিম্ন আয়ভোগী জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।
- কৃষককে প্রায় ৩০ হাজার কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান।
- প্রতি কেজি টিএসপি সারের দাম ৮০ টাকা থেকে ২২ টাকা, এমওপি ৭০ টাকা থেকে ১৫ টাকা এবং ডিএপি ৯০ টাকা থেকে ২৭ টাকায় হ্রাস। ইউরিয়া সারের দাম ২০ টাকা থেকে ১৬ টাকায় হ্রাস।
- প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা কৃষিঋণ এবং প্রায় ১ কোটি ৪৪ লক্ষ কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ।
- কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক একাউন্ট খোলার সুযোগ সৃষ্টি।
- নতুন গুদাম নির্মাণ। আপদকালীন মজুদ বৃদ্ধি। খাদ্যশস্যের মজুদ ১৫ লক্ষ টনে উন্নীত।
- বাংলাদেশের বিজ্ঞানী কর্তৃক দেশী ও তুষা পাটের জীবন রহস্য উন্মোচন।
- জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাতসহ উচ্চ ফলনশীল ৮টি ধানের জাত উদ্ভাবন।
- বিএডিসি'র বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন সামর্থ্য ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি।
- ১৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে বিনামূল্যে বীজ ও সার বিতরণ।
- ২ হাজার ৬৫৩ কিলোমিটার খাল খনন, ২ হাজার ৪৭৪টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ।
- প্রায় দেড় লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সম্প্রসারণ। ৩ হাজার ২০৬ হেক্টর জমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণ।
- আলু উৎপাদন ৬৭ লক্ষ টন থেকে ৮৩ লক্ষ টনে উন্নীত।
- উত্তরাঞ্চলে ১৫টি পাইকারী বাজার এবং ৬০টি গ্রোয়ার্স মার্কেট নির্মাণ।
- কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রসারে পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, পাওয়ার থ্রেসার, মেইজ সেলার, স্প্রেয়ার, উইডার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ২৫ শতাংশ হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহ।
- প্রকৃত জেলেদেরকে পরিচয়পত্র প্রদান। মাছের উৎপাদন ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩২ লক্ষ টনে উন্নীত।
- বার্ষিক দুধ উৎপাদন ২২ লক্ষ টন থেকে ৩৩ লক্ষ টনে উন্নীত।
- বার্ষিক মাংস উৎপাদন ২০ লক্ষ টন থেকে ২৭ লক্ষ টনে উন্নীত।
- ডিমের উৎপাদন ৪৭০ কোটি থেকে ৬০০ কোটিতে উন্নীত।
- দেশে বৃক্ষাচ্ছাদিত এলাকার পরিমাণ ৮ শতাংশ থেকে ১৭ শতাংশে উন্নীত।
- ১ লক্ষ ৩৮ হাজার হেক্টর এলাকা সংরক্ষিত বন ঘোষণা।
- ৫৮ হাজার ৯৩৮ হেক্টর ব্লক বাগান সৃজন। ৯ হাজার ২৯৭ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃজন।